বাংলাদেশ ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক খবর

তারিখ 0 2 AUG 1988
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

কুমারখালী কলেজ গড়াই নদীতে বিলীনের পথে

।।সনৎনন্দী।।

কুষ্টিয়াঃ ৭০ দশকে জেলার প্রাচীন জনপদ কুমারখালী শহরের এক পার্শে গড়াই নদীর তীরে কুমারখালী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে বর্তমানে কলেজটি যখন সামান্য সচ্ছলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে দেখা দিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়। গড়াই নদীর ভাঙ্গন শুরু হওয়ার সাথে সাথে কর্তৃপক্ষ বারবার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানানো সত্ত্বে আজ অবধি তেমন কোন ফলপ্রসু ফল পাওয়া যায়নি। সম্মুখীন-- রাক্ষসী গড়াই নদীর ভাঙ্গনেরশিকার।

শোনা যায়, ৬৫ সালের দিকে একবার কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তখন শুধুমাত্র আর্থিক কারণেই তা বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় স্থানীয় বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিদের একান্ত সহযোতিতায় কুমারখালী কলেজ গড়ে ওঠে। বর্তমানে প্রায় ৪০০ ছাত্র-ছাত্রী এখানে শিক্ষারত আছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন ২২ জন। অন্যান্য কর্মচারীও রয়েছেন। উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগ ছাড়া সবকটি বিভাগ রয়েছে। একমাত্র বিজ্ঞানাগারের অভাবে বিএসসি চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।

কুমারখালী কলেজের ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকরা গ্রোয়েন তৈরীর দাবীতে মিছিল বের করে

কুমারখালী কলেজ স্থানীয় জমিদার বাড়ীতে গড়ে ওঠে। বিশাল ভবনের ইট, কাঠগুলো যেন আজও উচ্চস্বরে জমিদারী আমলের অত্যাচার-নির্যাতনের নিরব সাক্ষী হয়ে রয়েছে। যেখানে একদিন জমিদাররা বিলাসবহুল জীবন অতিবাহিত করতো আজ সেখানেই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ জাতির মেরুদন্ড ছাত্র-ছাত্রীদের কলোহলে মুখোরিত হয়ে আছে।

সেদিনের জমিদার কিংবা জমিদারী না থাকতে পারে কিন্তু আছে তাদের অত্যাচারের নির্মম কাহিনী। যা আজও কুমারখালীসহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় মানুষের মুখে মুখে। আর আছে তাদের কীর্তি, বাসভবন। কুমারখালী কলেজ যেখানে প্রতিষ্ঠিত সেই ভবন আজ মৃত্যুর

আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে কলেজের উন্নয়নমূলক কাজ চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সরকারীভাবে তেমন উল্লেখযোগ্য অনুদান না পাওয়ার কারণে কলেজের অনেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বন্ধ রাখতে হয়েছে। পাঠাগার তেমন সমৃদ্ধ নয়। ক্লাসরুমগুলো প্রয়োজন অনুপাতে সামান্য। ছাত্র-ছাত্রীবাস প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। শিক্ষকদের বেতনও পরিশোধ করতে পরিচালনা কমিটির মাঝে মাঝে হিমসিম খেতে হয়। কলেজের এখন সবচাইতে বড় সমস্যা অস্তিত্বের।

গত কয়েক বছর ধরে গড়াই নদী যেভাবে ভাঙ্গছে তাতে করে ২/৪ বছরের মধ্যে কলেজের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। অধ্যক্ষ ,শওকত আলী জানান, আমরা সাধ্যমত সরকারী সব বিভাগকে জানিয়েছি। অথচ কলেজ রক্ষার জন্য সরকারী উদ্যোগ তেমনভাবে দেখা যাচ্ছে না। তিনি আরো জানান, ইতিমধ্যে নদীর ভাঙ্গনে কয়েকটি শ্রেণীকক্ষসহ প্রায় ২ একর জমি শেষ হয়ে গেছে। মাত্র কয়েক বছরে কলেজের প্রায় কয়েক লাখ টাকার সম্পদ পানিতে ভেসে গেছে।

এখানে উল্লেখ থাকে, '৮৬ সালে কলেজ রক্ষার জন্য কয়েক লাখ টাকা খরচে পারকোপাইন দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনই কাজে লাগেনি। এমএন স্কুল ও কলেজের মাঝামাঝি একটা গ্রোয়েন দিয়ে যদি ওপারের চর কেটে দেয়া হয় তবেই এই ভাঙ্গন রোধ সম্ভব। বড় কথা নদীর মূল প্রবাহকে পরিবর্তন না করা পর্যন্ত কলেজ ও স্কুল রক্ষা করা যাবে না। ইতিপূর্বে কলেজ রক্ষার নামে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বারবার অস্থায়ী ভিত্তিতে কখনো স্লাব ফেলা হয়েছে, কখনো পারকোপাইন দেয়া হয়েছে আবার কখনো বাঁশ দিয়ে বাঁধ দিয়েছে যা কোনক্রমেই ভাঙ্গনরোধ করতে সহায়ক হিসেবে কাজ করেনি। বরঞ্চ কাজে প্রচন্ড দূর্নীতি এবং টাকা আত্মসাতের খবর পাওয়া গেছে। যা তখনকার পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে প্রচার করা হয়।

ইতিমধ্যে বহবার কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবকরা মিছিল, মিটিং, জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি প্রদান, সাংবাদিক সম্মেলন এমনকি হরতাল পর্যন্ত করেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ কুমারখালী শহর রক্ষার জন্য সরকারের বাস্তাব পদক্ষেপ দাবী করাহয়েছে।

বন্যার পদধ্বনী শোনা যাচ্ছে সম্প্রতি। অধ্যক্ষ শওকত আলী দুঃখ করে এ প্রতিবেদককে জানান, আমাদের পক্ষ থেকে গত বছর সবকিছু করেছি। অথচ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তেমন কোন পদক্ষেপ আজ পর্যন্ত নেয়নি। তিনি মহামান্য রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, এই কলেজটি রক্ষা করুন। নইলে ২/৪ বছরের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী শহরসহ দু'টো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।